ব্রি ধান৯৬

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯৬ এর কৌলিক সারি BR(Bio) 9787-BC2-63-2-2। প্রথমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীবপ্রযুক্তি বিভাগে ব্রি ধান২৮ এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC103404) এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে দুই বার ব্যাকক্রসিং করার পর পেডিগ্রি পদ্ধতিতে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে নির্বাচিত কৌলিক সারিটি পর পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তীতে কৌলিক সারিটি বোরো ২০১৭-১৮ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর মতো এবং ফলন বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক বোরো ২০১৮-১৯ মৌসুমে ব্রি ধান২৮ এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান২৮ এর একটি পরিপূরক জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সারিটি বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০২০ সালে ব্রি ধান৯৬ হিসাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৮৭ সেমি।
- ডিগ পাতা খাড়া।
- ধানের দানার আকৃতি মাঝারী খাটো এবং দানার রং সোনালী।
- ভাত ঝরঝরা ও খেতে সুস্বাদু।
- রান্নার পর ভাত ১.৬ গুন লম্বা হয়।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৮.৪ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৮% এবং প্রোটিন ১০.৮%।

ব্রি ধান৯৬

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯৬ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর মত তবে ফলন ব্রি ধান২৮ এর থেকে বেশী। এই ধানের গাছ খাট ও গোড়া শক্ত হওয়ার কারণে ঢলে পড়েনা বিধায় যান্ত্রিকভাবে ফসল কর্তনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এই জাতটি উচ্চমাত্রায় প্রোটিন সমৃদ্ধ (১০.৮%)। এ জাতের ধানের রং সোনালী। যাকে স্বর্ণা টাইপ বলা যেতে পারে।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১৪০-১৪৫ দিন।

ফলন

এ জাতটি হেক্টরে গড়ে ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দেয়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৮.৬ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোরো ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ (১ থেকে ২৩ অগ্রহায়ন)।

২. **চারা রপনঃ** ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত অর্থাৎ (১১ অগ্রহায়ন থেকে ০২ মাঘ)

৩. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিন।

৪. **রোপণ দুরত্বঃ** ২৫ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৫. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক সালফেট)
৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১২-২০	১-১.৫

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** : থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের অবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার উত্তম।

৯. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯৬ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

১০. **ফসল কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ৭ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ চৈত্র থেকে ৭ বৈশাখ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd